দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 02 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3
033

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

# শিক্ষাঙ্গন

## মেডিকেল কলেজে ভর্তিঃ সঠিক সিদ্ধান্ত নিন

জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব, উপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন, নাগরিকের সামাজিক দায়-দায়িত্ব, শিক্ষা ও গবেষণামূলক বিভিন্ন অঙ্গনের সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা কিংবা শিক্ষিতের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়-এর কারণ ও প্রতিকার এ সব কোন ব্যাপারেই আজ বলার ইচ্ছে নেই। শুধুমাত্র একটি আপাত ক্ষুদ্র বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভেবে দেখার জন্য বলব।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অতিক্রম করার পর পরই বিভিন্খরিষয়ে পড়ালেখা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা অধীর আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষায় কিছুটা সময় কাটায়। উৎকণ্ঠা এ জন্যেই যে, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই নিশ্চিত থাকতে পারে না যে সে কোন বিষয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পাবে।

সারাদেশের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভর্তি ব্যবস্থার কারণে দেখা যায়, একই ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিষয়ে নির্বাচিত হল এবং ভর্তি হয়ে গেল পর্যায়ক্রমে সব ক'টি বিষয়ে।

এসএসসি ও এইচএসসি-তে ১২০০ এবং ততোধিক নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিকেলে ভর্তি করার জন্য পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। মোট আসন সংখ্যা ১২০০। কোন ওয়েটিং লিস্ট তৈরী করা হবে না। ভর্তির পরে যে কোন কারণে সৃষ্ট কোন শূন্য আসন কোন অবস্থাতেই পূরণ করা হবে না। কোড নম্বর দিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে খাতা দেখা হবে এবং মেধা তালিকা তৈরী করা হবে।

এ কথাটি সহজেই অনুমেয় উভয় পরীক্ষা মিলিয়ে যারা কমপক্ষে ১২০০ নম্বর পেয়েছে তাদের সবাই মেডিকেলে পড়ার যোগ্য। পর্যাপ্ত আসন না থাকাতে পরীক্ষার মাধ্যমে ১২০০ জনকে মেধার ভিত্তিতে নেয়া হবে। ১২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মেডিকেলে পড়তে দেবার ন্যূনতম সুবিধেটুকুও তাহলে নিশ্চয়ই রয়েছে? মেডিকেলে পড়তে সুযোগ পাওয়া এমন বেশী কিছু পাওয়া নয় যে, উৎকণ্ঠার কারণে নির্বাচিত হবার পর ভর্তি হয়েই পরে মনের চাহিদা অনুযায়ী অন্য বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে কেউ চলে যাবে না— এমনটি ভেবে নেবার কোন কারণ নেই। সব সময়ই বেশ কিছু ছাত্র মেডিকেলে ভর্তি সুযোগ পেলেও পরে প্রকৌশল বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দমত ভালো বিষয়ে ভর্তি হতে পেরে চলে যায়। এদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। প্রতি বছরে প্রায় ৪শ' থেকে ৫শ' ছাত্র-ছাত্রী হবে।

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল হয়তো খুব শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। ভর্তি হবে নির্বাচিতরা। ফলাফল প্রকাশ পাবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এবারও এভাবে চলে যাবে মেডিকেল থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী। শূন্য পরে থাকবে ন্যূনতম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মেডিকেলে অনেক আসন। বঞ্চিত হবে বহু প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রী তাদের কাঙ্ক্ষিত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে। যে দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পর্যাপ্ত নয়, বরং ন্যূনতম সুযোগ ও তৈরী করতে প্রচুর বেগ পেতে হচ্ছে, সে দেশেই সুযোগ থাকতেও শূন্য পরে থাকবে বহু আসন, বহু প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র-ছাত্রী থাকতেও— এটা সত্যিই অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার। শংকিত হয়ে পরি, সংশয় এসে দোলা দেয় যখন দেখি পরিকল্পনার অভাবে অথবা একটা ছোট ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে অগ্রগতি, উচ্চ শিক্ষার গতি হচ্ছে নিম্নমুখী।

আমি যদি ১১ হাজার ৭শ' ১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে কোড নম্বর ব্যবহার করে ১২০০ জনকে মেধাভিত্তিতে নির্বাচিত করতে পারি তাহলে কেন একই সঙ্গে ১৭০০ জনকে মেধাভিত্তিতে নির্বাচিত করে শূন্য আসনে মেধা ভিত্তিতে ১২০১ থেকে শুরু করে যত জন প্রয়োজন ভর্তি করতে পারবো না? প্রাপ্ত নম্বর প্রকাশ করে পুরো লিস্ট জানিয়ে দিলে শূন্য আসনের ব্যাপারে কিভাবে কারচুপি হবে? এমন কথা শুধুই আত্মবিরোধী। তাই সঠিকভাবে যদি ১২০০ জনকে নির্বাচিত করা যায় তাহলে ১৭০০ জনকেও না পারার কোন কারণ থাকতে পারে না। শিক্ষার সুযোগ সীমিত না করে তা সম্প্রসারণে এখুনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

ডাঃ গাজী মোঃ শহীদুল্লাহ